নগর সংবাদ
NAGAR SANGBAD

বর্ষ ৪ : সংখ্যা ১৪
Vol. IV No. 14

এলজিইডির আওতাধীন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (UMSU) এর একটি ত্রৈমাসিক প্রকাশনা
A QUARTERLY UMSU PUBLICATION OF LGED

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮
October-Deceember 2008

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প অনুমোদিত

প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদ এর সভাপতিত্বে গত ৭ ডিসেম্বর ২০০৮ একনেক সভায় দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প অনুমোদিত হয়। অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি উন্নয়নকে টেকসই করা এবং পৌরসভাসমূহে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও মানব সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশের ৩৫টি পৌরসভায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাচ্ছে শহরাঞ্চলের অবকাঠামো ও ভৌত সেবার চাহিদা। বর্ধিত এই চাহিদা মেটাতে ১৯৯০ সাল থেকে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় বাস্তবায়িত হয়েছে মাঝারী শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (STIDP-1 ও 2)। এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত পৌরসভাগুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবস্থার উন্নতি পরিলক্ষিত হলেও পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, অংশগ্রহণমূলক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, দারিদ্র হ্রাসকরণ ও পরিবেশ সংরক্ষণ অবস্থার উন্নতি হয়নি। পূর্ববর্তী এসব প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, সুশাসনের অন্তর্নিহিত ইস্যুগুলোতে যথাযথ নজর দিতে না পারলে অর্জিত অগ্রগতি ধরে রাখা সম্ভব নয়। এই ধারণা থেকেই সূচনা হয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের। পারফরমেন্স বেইজড এপ্রোচে বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পের দুটি পর্যায়ের (ফেইজ-১ ও ফেইজ-২) সাফল্যের ধারাবাহিকতায় শুরু হতে যাচ্ছে দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প বা UGIIP-2.

এলজিইডির দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত (বাম থেকে) ইআরডির সচিব জনাব মুশাররফ হোসেন ভূঁইয়া, এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর পল. জে. হেইটেন্স, ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নুরুল হুদা, এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান।

UGIIP-2 এর আওতায় শহরাঞ্চলের প্রায় ৩৮ লক্ষ লোক উপকৃত হবে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। প্রকল্পটির অধীনে শহরের বস্তি এলাকাসহ প্রাথমিকভাবে ৩৫টি শহরে অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি পানি সরবরাহ বৃদ্ধি, পয়ঃনিস্কাশন ও বর্জ্য-ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং অন্যান্য পৌর পরিসেবাসমূহ বাড়ানো হবে। পরবর্তীতে আরও কিছু পৌরসভা প্রকল্পের আওতায় আনা হবে। অংশগ্রহণকারী প্রতিটি পৌরসভাকে তাদের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ন্যূনতম ৫ শতাংশ অর্থ ব্যয় করতে হবে বস্তি এলাকায় মৌলিক পরিসেবা উন্নয়নের জন্য। উন্নয়ন পরিকল্পনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জেন্ডার ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

গত ৪ নভেম্বর ঢাকার শেরে বাংলা নগরস্থ অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগে বাংলাদেশ সরকার ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের মধ্যে প্রকল্পের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব জনাব মুশাররফ হোসেন ভূঁইয়া বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর পল জে. হেইটেন্স এডিবির পক্ষে চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। (এরপর ২য় পৃষ্ঠায়)

স্থানীয় সরকার কমিশন গঠিত

সাবেক সচিব জনাব ফয়জুর রাজ্জাককে চেয়ারম্যান করে গত ২৭ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে তিন সদস্যের স্থানীয় সরকার কমিশন গঠন করা হয়েছে। কমিশনের সদস্যরা হলেন সাবেক সচিব জনাব হেদায়েতুল ইসলাম চৌধুরী ও চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ। স্থানীয় সরকার কমিশন অধ্যাদেশ ২০০৮ এর আওতায় এই কমিশন গঠিত হলো। কমিশন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম তদারকী ও নিয়ন্ত্রণ করবে। এছাড়া স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী এবং প্রশাসনিকভাবে দক্ষ, গতিশীল ও জনকল্যাণমুখী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সুপারিশ তৈরী করে সরকারের কাছে পেশ করবে। অধ্যাদেশ অনুযায়ী কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের তিন বছরের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

ভেতরের পাতায়

পৃষ্ঠা-২
সম্পাদকীয়
বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পৌরসভার পূনর্বাসন কাজ

পৃষ্ঠা-৩
এডিবি মিশন
নরসিংদী পৌর বাস টার্মিনাল উদ্বোধন
মুন্সীগঞ্জে স্যানিটেশন মাস উদযাপন
সার্ভে কাজের উপস্থাপন

পৃষ্ঠা-৪
নারায়ণগঞ্জ পৌর মেয়রের সাক্ষৎকার

পৃষ্ঠা-৫
প্রশিক্ষণ
শোক সংবাদ
বিদেশ সফর

পৃষ্ঠা-৬
জনতার মুখোমুখি পৌর মেয়র
মানিকগঞ্জ পৌরসভায় র‍্যালী
ওরিয়েন্টেশন সভা
ময়মনসিংহে চক্ষু শিবির

পৃষ্ঠা-৭
এলপিআর-এ প্রধান প্রকৌশলী
অতিঃ প্রধান প্রকৌশলীর ও
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দায়িত্ব গ্রহণ

সম্পাদকীয়

নারীর ক্ষমতায়নে দরকার সমন্বিত উদ্যোগ

যুগ যুগ ধরে এদেশের নারীরা বঞ্চিত, অবহেলিত, নির্যাতিত। নারীর চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, আশা-আকাঙ্খা সবই পুরুষের একচ্ছত্র আধিপত্যের নিগড়ে বাঁধা। এদেশে নারীর ঠিকানা বলতে জন্মের পরে বাবার, বিয়ের পরে স্বামীর আর বৃদ্ধ বয়সে ছেলের কেয়ার অফ-এ থাকা।

বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বলেছেন-

"বিশ্বে যা-কিছু মহান সৃষ্টি চির-কল্যাণকর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর"

নজরুলের এ কথাকে ধরেই বলা যায়, নারী পুরুষের মধ্যে বৈষম্য রেখে একটি দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক তথা সামগ্রীক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ধর্মীয় গোড়ামী, সমাজপতিদের একচ্ছত্র আধিপত্য, প্রকৃতিগতভাবে প্রাপ্ত পুরুষের শারীরিক শক্তি এদেশের নারীকে যুগ যুগ ধরে করেছে নিষ্পেষিত, নির্যাতিত, অবহেলিত আর দেশকে করেছে পশ্চাৎপদ। অথচ নারীকে অবলা না ভেবে উন্নয়নে পুরুষের পাশে স্থান দিলে দেশ আজ সমৃদ্ধির পথে অনেক এগিয়ে যেত, যেমনটা পেরেছে পশ্চিমা দেশগুলো। নারী পুরুষের বৈষম্য কমিয়ে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীকে সম্পৃক্ত করে আজ তারা উঠেছে উন্নতির শিখরে।

সাঁইত্রিশ বছর বয়সী বাংলাদেশে উন্নয়ন হয়েছে অনেক; কিন্তু এসব উন্নয়ন টিকে থাকেনি। উন্নয়নকে দীর্ঘস্থায়ী করতে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পাশাপাশি মানব সম্পদের উন্নয়ন অপরিহার্য। আর মানব সম্পদ উন্নয়ন বলতে যদি শুধু পুরুষকে ধরা হয়, তবে মোট জনগোষ্ঠির প্রায় অর্ধেক মানুষ সম্পদ হিসেবে নয়, থেকে যাবে সমাজের বোঝা হিসেবে। বিশাল জনগোষ্ঠিকে বোঝা হিসেবে রেখে সমাজ বা দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা ছিদ্র কলসীতে পানি ভরার মতো।

দেশের সামগ্রীক উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণ অপরিহার্য। প্রায় একশ বছর আগে এদেশের নারী আন্দোলনের পথিকৃত, মহিয়সী নারী বেগম রোকেয়া বলেছেন, "আমরা সমাজের অর্ধঅংগ। আমরা পিছনে পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কিরূপে। এক ব্যক্তির পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোঁড়াইয়া কতদূর চলিবে ?" নারীকে সুবিধাভোগী হিসেবে নয়, উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে পুরুষের পাশে এনে জেন্ডার সমতাকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বিশ্বব্যাপী। যার সুবাতাস বইছে আমাদের দেশেও। নারীকে যদি শুধুমাত্র সুবিধাভোগী হিসেবে রাখা হয়, তবে সহজেই তাদের সুবিধা বঞ্চিত করা যাবে। আর উন্নয়নের অংশীদার করলে একদিকে তাদের থেকে যেমন সার্ভিস পাওয়া যাবে, তেমনি নিজেদের অধিকার থেকেও বঞ্চিত হবে না নারীরা।

মানবাধিকারের মতো নারী অধিকারও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে একটি আলোচিত বিষয়। নারী হিসেবে নয়, একজন মানুষ হিসেবে পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এখন সময়ের দাবী। সমাজ ও সভ্যতার ক্রম বিকাশে যুগে যুগে নারী যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে তার যথাযথ স্বীকৃতি দেয়া, সবক্ষেত্রে নারী পুরুষের সম অধিকার নিশ্চিত করা এবং মানুষ হিসেবে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতিসংঘ বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৯৭৯ সালের ১৮ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ" ঃ "Convention on Elimination of Discrimination Against Women" সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, যা "সিডো" (CEDAW) সনদ নামে পরিচিত।

বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের পশ্চাৎপদ সমাজে নারীর যাপিত জীবন অত্যন্ত সঙ্গীন। পারিবারিক নির্যাতন যৌতুকের জন্য অত্যাচার ও হত্যা, বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, সামাজিক অত্যাচার (ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, ফতোয়াবাজি, অপহরণ, পাচার) এ দেশের নিত্যকার ঘটনা। সামাজিক, রাজনৈতিক, সংস্কৃতিক, কর্মকাণ্ডেও পুরুষের তুলনায় নারীরা পেছনে। অবহেলিত নারীদের অধিকার সংরক্ষণ ও ক্ষমতায়নে সরকার বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও নারীর অধিকার সংরক্ষণ করা হয়েছে।

জেন্ডার বৈষম্য সুষম উন্নয়নকে বাধাগ্রস্থ করে এবং উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও মেধা ব্যবহারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। উন্নয়নের প্রতিবন্ধকতা দূর করে সুষম উন্নয়নের মানসে ১৯৮৫ সালে এলজিইডি প্রথম বারের মতো পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় মাঠ পর্যায়ে মাটির কাজে মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করে। পরবর্তীতে বিভিন্ন পল্লী. উন্নয়ন প্রকল্পে পুরুষের পাশাপাশি নারীদের সম্পৃক্ত করা হয়, যা গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের সাবলম্বী হতে সহায়তা করে। এরপর অবকাঠামো উন্নয়নে নারীদের ব্যবহারকারী, ব্যবস্থাপক ও উপকারভোগী তথা উন্নয়নের অংশীদার হিসেবে গ্রহণ করে তৈরী করা হয় জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান।

পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পের পাশাপাশি নগর উন্নয়ন প্রকল্পেও জেন্ডার সমতাকরণের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। নগর উন্নয়নে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (GAP) তৈরী করা হয়েছে। যার আওতায় পৌরসভার সংরক্ষিত আসনের মহিলা কাউন্সিলরবৃন্দকে পৌরসভার ওয়ার্ড ও বিভিন্ন ষ্ট্যাটিং কমিটির চেয়ারপার্সন ও সদস্য করা হয়েছে। এছাড়া মহিলা কাউন্সিলরদের আঞ্চলিক ফোরাম গঠন করা হয়েছে। পৌরসভার ট্যাক্স কালেকশনেও মহিলা কাউন্সিলরবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। নগরের দরিদ্র নারীদের আয়-উপার্জন বৃদ্ধি করে নিজের পায় দাঁড়ানো এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভূমিকা রাখার উপযোগী করার জন্য ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান এবং বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে সংঘবদ্ধ করে সঞ্চয় কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। কমিউনিটির মহিলাদের স্কুলের শিক্ষক ও স্বাস্থ্য কর্মী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসব কার্যক্রম নেয়া হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায়। কিন্ত প্রকল্পের মেয়াদ শেষে এসব কার্যক্রম অব্যহত রাখাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। আর এর জন্য দরকার সমন্বিত উদ্যোগ।

পৌরসভার উন্নয়ন কার্যক্রমে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বাধ্যতামূলকভাবে সব পৌরসভাতে জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান তৈরী করে তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। পৌরসভার উন্নয়ন বাজেটে নারী উন্নয়নের জন্য প্রতিবছর অর্থের সংস্থান রাখতে হবে। পরিবর্তন করতে হবে আমাদের মানসিকতার। নারীকে নারী হিসেবে নয়, দেখতে হবে মানুষ হিসেবে। আর তাতেই অর্জিত হবে সামগ্রিক সাফল্য।

দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প অনুমোদিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর পল জে. হেইটেন্স বলেন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে এবং দারিদ্র নিরসনে সুশাসন নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা ও আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নাগরিকদের অংশগ্রহণের ফলে জনপ্রতিনিধিরা এবং পৌরপ্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ আরও দায়িত্বশীল হবেন। সম্পদের ব্যবহার অধিকতর স্বচ্ছ হবে। তিনি আরও বলেন, আর্থিক সহায়তাকে সুশাসন ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত করলে সুশাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে জনগণের অংশগ্রহণ উৎসাহিত হবে।

এডিবির পাশাপাশি জার্মান সরকারের কারিগরি সহায়তা প্রতিষ্ঠান জিটিজেড এবং আর্থিক সহায়তা প্রতিষ্ঠান কেএফডব্লিউ প্রকল্পটিতে আর্থিক সহায়তা দেবে। ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত তিনটি পর্যায়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হবে।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ও জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক এবং এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নুরুল হুদা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো পুনর্বাসন কাজ বাস্তবায়িত হচ্ছে

গত জানুয়ারী ২০০৮ থেকে এলজিইডির অধীনে ইমারজেন্সি ডিজাষ্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রকল্প-২০০৭; পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাষ্ট্রাকচার এর আওতায় বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ ২৬টি পৌরসভার ভৌত অবকাঠামো পুনর্বাসনের কাজ পুরোদমে এগিয়ে চলছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাপান ব্যাংক ফর ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন (জেবিআইসি) এবং কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (সিডা) এর সহায়তায় ক্ষতিগ্রস্থ পৌর সড়ক, পানি নিষ্কাশন ড্রেন, কালভার্ট ও সেতু পুনর্নির্মাণ/পুনর্বাসনের কাজ জরুরী ভিত্তিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এযাবৎ মোট ১৭১টি প্যাকেজে প্রায় ১৪১ কোটি টাকার ৭০৩টি স্কীম অনুমোদন করা হয়েছে। জুন ২০১০ এ প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই এসব কাজ শেষ হবে বলে প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরাজী শাহাবউদ্দিন আহমেদ আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত স্কীমসমূহ বাস্তবায়িত হলে প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাগুলোর সার্বিক ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ভবিষ্যতে বন্যা প্রতিরোধ ও বন্যার পানি নিষ্কাশন সহজতর হবে, ফলে পৌর এলাকায়

এডিবি রিভিউ মিশন সিরাজগঞ্জ পৌর এলাকায় ইডিডিআরপির আওতায় বাস্তবায়নাধিন পূর্ত কাজ পরিদর্শন করে। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে প্রকল্প পরিচালক ফরাজী শাহাবউদ্দীন আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

মিশন

এডিবি রিভিউ মিশন ঃ UGIIP ভুক্ত পৌরসভা পরিদর্শন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামের নেতৃত্বে ৩ সদস্যের এডিবি রিভিউ মিশন গত ১৯ থেকে ২৭ অক্টোবর পর্যন্ত নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশনের অপর সদস্যরা হলেন এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নুরুল হুদা ও প্রজেক্ট এ্যানালিস্ট জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম। মিশন লাকসাম, লক্ষীপুর, ফেনী, মৌলভীবাজার, ভৈরব, নরসিংদী ও নারায়ণগঞ্জ পৌরসভায় UGIIP এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন পূর্তকাজসহ UGIAP বাস্তবায়ন কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করে। মিশন লাকসাম, ফেনী, মৌলভীবাজার, ভৈরব ও নরসিংদী পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর ও পৌর কর্মকর্তাদের সঙ্গে কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা করে এবং ফেনী পৌরসভার দুটি ওয়ার্ড লেভেল কমিটির সভায় এবং লক্ষীপুর ও নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার টিএলসিসির সভায় যোগদান করে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতিতে মিশন সন্তোষ প্রকাশ করে।

UGIIP এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন, উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আহসান হাবিব, সিনিয়র পিবিএমই অফিসার জনাব মোঃ এজাজ মোরশেদ চৌধুরী, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট অফিসার মুহাঃ হরমুজ আলী, আরএমএসইউ ঢাকার টিম লিডার মোঃ বজলুর রহমান ও বিভিন্ন পরামর্শকবৃন্দ মিশনের সঙ্গে পৌরসভাসমূহ পরিদর্শন করেন। গত ২৯ অক্টোবর এলজিইডির অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত র‍্যাপআপ মিটিং এর মাধ্যমে মিশনের কার্যক্রম শেষ হয়।

ডিএফআইডি ইভ্যালুয়েশন মিশন ঃ ইউপিপিআরপি

যুক্তরাজ্যের আর্ন্তজাতিক সাহায্য সংস্থা ডিএফআইডি এর ইভ্যালুয়েশন মিশন গত ৭ অক্টোবর ২০০৮ ময়মনসিংহ পৌরসভায় বাস্তবায়নাধীন নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্প (ইউপিপিআরপি) এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করে। ইভ্যালুয়েশন মিশনের টিম লিডার মি. ক্রিস কসগ্রোভ এবং মিশন সদস্য মিস নাদিয়া গুডম্যান বিভিন্ন কমিউনিটি ক্লাষ্টার পরিদর্শন এবং পৌরসভার মেয়র এ্যাডভোকেট মাহমুদ আল নুর তারেকের সঙ্গে প্রকল্পের কার্যক্রম ও পৌরসভার অংশীদারিত্বের বিষয়ে আলোচনা করেন। এসময় প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ, প্রকল্প ব্যবস্থাপক মাইকেল স্লিংসবি, প্রকল্পের টাউন ম্যানেজার জনাব রেজাউর রহিম উপস্থিত ছিলেন। মিশন প্রকল্পের নগর দারিদ্র হ্রাসকরণে কমিউনিটি জনগণের অর্জিত সাফল্যের প্রশংসা করে।

এডিবি রিভিউ মিশন ঃ ইডিডিআরপি

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সিনিয়র প্রজেক্ট ইভ্যালুয়েশন স্পেশালিষ্ট জনাব আহমেদ ফারুক এর নেতৃত্বে ৩ সদস্যের এডিবি স্পেশাল প্রজেক্ট এ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিশন গত ২-২২ ডিসেম্বর ২০০৮ ইমারজেন্সি ডিজাস্টার ড্যামেজ রিহ্যাবিলিটেশন (সেক্টর) প্রজেক্ট, ২০০৭ ; পার্ট-সিঃ মিউনিসিপ্যাল ইনফ্রাষ্ট্রাকচার (ইডিডিআরপি) প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। মিশনের অপর সদস্যরা হলেন ট্রান্সপোর্ট স্পেশালিষ্ট উইটুন তাউইসুক ও এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রজেক্ট এ্যানালিস্ট জনাব মো: নজরুল ইসলাম। মিশন সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা, রংপুর, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী ও টাঙ্গাইল পৌরসভায় প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পূর্ত কাজ পরিদর্শন এবং পৌরসভার মেয়র ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে প্রকল্পের কার্যক্রম ও অগ্রগতি পর্যালোচনা করে এবং কাজের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে। মিশন লিডার জনাব আহমেদ ফারুক পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে পৌরসভাকে আরও উন্নত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পৌরসভা পরিদর্শনকালে মিশন স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে এলাকার উন্নয়ন ও প্রকল্প বিষয়ে খোলামেলা আলোচনায় অংশ নেয়। এসময় ইডিডিআরপি এর প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরাজী শাহাবউদ্দিন আহমেদসহ উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব আতাউর রহমান খান, পরামর্শকের টিম লিডার জন আহ্লান্দার, ডেপুটি টিম লিডার গাজী মোহাম্মদ মহসীন এবং মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার ও ফিল্ড ইঞ্জিনিয়ারগণ উপস্থিত ছিলেন।

নরসিংদী পৌর বাস টার্মিনাল উদ্বোধন

গত ৮ ডিসেম্বর নরসিংদী জেলা প্রশাসক জনাব অমৃত বাড়ৈ নবনির্মিত নরসিংদী পৌর বাস টার্মিনাল উদ্বোধন করেন। চার কোটি উনআশি লক্ষ টাকা ব্যয়ে ২.৩৩ একর জমির ওপর নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় টার্মিনালটি নির্মিত হয়েছে। নরসিংদী পৌরসভার মূল শহরের বাইরে নরসিংদী-ঢাকা ও নরসিংদী-মদনগঞ্জ রাস্তার সংযোস্থলে নির্মিত টার্মিনালটি ব্যবহৃত হলে শহরের যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। উদ্বোধনকালে UGIIP এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন, পুলিশ সুপার জনাব মুহাম্মদ আলী মিয়া ও পৌর মেয়র জনাব লোকমান হোসেন উপস্থিত ছিলেন।

মুন্সীগঞ্জে জাতীয় স্যানিটেশন মাস উদযাপন

জাতীয় স্যানিটেশন মাস অক্টোবর, ২০০৮ উদযাপন উপলক্ষে মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার আয়োজনে গত ২৮ অক্টোবর এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী অনুষ্ঠিত হয়। র‍্যালীতে নেতৃত্বদেন মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান। পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী ছাড়াও স্কুল ও কলেজের ছাত্র/ছাত্রী, পৌর কাউন্সিলর, STIFPP-2 এর কর্মকর্তা/কর্মচারী, টিএলসিসি, ডব্লিউএলসিসি এবং সিডিসির সদস্যবৃন্দ এতে অংশ নেন। র‍্যালীটি পৌরসভার গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে বালুর মাঠে এসে শেষ হয়। র‍্যালীশেষে শিল্পকলা একাডেমীতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন মুন্সীগঞ্জের জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মাহবুব-উল ইসলাম এবং মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান। জেলা প্রশাসক ২০১০ সালের মধ্যে শতভাগ স্যানিটেশন অর্জনের জন্য স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ব্যবহারে পৌরবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে সকলকে আহবান জানান। মেয়র বলেন, মুন্সীগঞ্জ পৌর এলাকার খোলা ও ঝুলন্ত পায়খানা ব্যবহার বন্ধ করে স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে তিনি পৌর কাউন্সিলরদের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, যেসব পরিবার অর্থের অভাবে স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার করতে পারে না তাদেরকে পৌরসভা এবং STIFPP-2 এর সহায়তায় স্যানিটারী ল্যাট্রিন সরবরাহ করা হচ্ছে। যাদের সামর্থ আছে অথচ স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহার করেন না তাদের স্যানিটারী ল্যাট্রিন ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। প্রয়োজনে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এ বিষয়ে তিনি পৌরবাসীর সহযোগিতা কামনা করেন।

সিডিসির সদস্যকে সেলাই মেশিন প্রদান ঃ মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডের রমজানবাগ পূর্ব সিডিসির দরিদ্র সদস্য সালেহা বেগমকে প্রশিক্ষণে ভালো ফলাফল করায় এবং সিডিসি কার্যক্রমে বিশেষ ভূমিকা রাখায় মুন্সীগঞ্জ স্বাস্থ্য ও পল্লী চিকিৎসা ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে একটি সেলাই মেশিন উপহার দেয়া হয়। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডাঃ মাহবুবুর রহমান STIFPP-2 এর আওতাধীন সিডিসির কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হয়ে এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করেন। ভবিষ্যতেও এধরণের সহযোগীতার আশ্বাস দেন তিনি।

মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নে বিভিন্ন সার্ভে কাজের উপস্থাপন

গত ২২ ডিসেম্বর এলজিইডি সদর দপ্তরে জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ২৩টি পৌরসভায় মাষ্টার প্ল্যান প্রণয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকার সার্ভে কাজের বিষয়াবলি উপস্থাপন করা হয়। অনুষ্ঠানটি কয়েকটি পর্বে বিভক্ত ছিল। পর্বগুলোতে সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব নাজমুল হাসান ও জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মমিনুল হক। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে টিম লিডার ও সংশ্লিষ্ট সার্ভে বিশেষজ্ঞগণ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে কীভাবে তাদের কাজ সম্পন্ন করবেন তার ব্যাখ্যা দেন। এসময় উপ প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আবুল হাসান, আরবান প্ল্যানার জনাব মোঃ খলিলুর রহমান, সংশ্লিষ্ট পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী ও এলজিইডির বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

নারী হিসেবে নয় নেতৃত্ব দিতে হবে একজন মানুষ হিসেবে

– ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী

দীর্ঘ আঠারো বছর পর ২০০৩ সালে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা পায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। বাংলাদেশের ৩০৯ টি পৌরসভার মধ্যে একমাত্র মেয়র যিনি একজন নারী। তিনি ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী। প্রবাসের স্বাচ্ছন্দ জীবন ছেড়ে এসেছেন জনসেবার মানসে। নারায়ণগঞ্জ পৌরসভাকে টেনে তুলেছেন ভগ্নদশা থেকে। গত পাঁচ বছরে কতোটুকু এগিয়েছে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা তাই বলেছেন তিনি এই সাক্ষৎকারে।

প্রশ্ন ঃ পেশায় আপনি একজন ডাক্তার। এই পেশা এবং বিদেশের স্বচ্ছল ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবন ছেড়ে দেশে এসে পৌরসভার মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় মেয়রের দায়িত্ব পালন করছেন। এ বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তর ঃ আমি একজন ডাক্তার । এটা একটা মহৎ পেশা। এই পেশার মাধ্যমে সরাসরি মানুষকে সেবা দেয়া যায়। তবে এটা ব্যক্তি পর্যায়ের সেবা। আর মেয়র হিসেবে পৌরবাসীকে যে সেবা দেয়া যায় তা হচ্ছে জনসেবা। মেয়র হিসেবে আমি এখন বৃহত্তর একটি জনগোষ্ঠিকে সেবা দিতে পারছি। আমার বাবা ছিলেন নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার একজন জনপ্রিয় চেয়ারম্যান। দীর্ঘদিন তিনি পৌরবাসীকে সেবা দিয়েছেন। তাঁর কন্যা হিসেবে এবং এই মাটির সন্তান হিসেবে আমারও নারায়ণগঞ্জবাসীর প্রতি কর্তব্য রয়েছে বলে আমি মনে করি। সেই কর্তব্যবোধ থেকেই আমি নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার চেয়ারম্যান (বর্তমানে মেয়র) পদে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে জনগণের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি।

প্রশ্ন ঃ পৌরসভায় যোগদানের পর এখানকার কর্মপদ্ধতি এবং কাজের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আপনাকে কী ধরণের অসুবিধায় পড়তে হয়েছে ?

উত্তর ঃ দীর্ঘ আঠারো বছর নারায়ণগঞ্জ পৌরসভাতে নির্বাচিত কোনও জনপ্রতিনিধি ছিল না, প্রশাসক দ্বারা পৌরসভা পরিচালিত হয়েছে। প্রশাসকদের জনগণের কাছে কোনও প্রতিশ্রুতি থাকে না, তাই তাঁরা জনগণের কাছে দায়বদ্ধ নন। ফলে নারায়ণগঞ্জবাসীও পৌরসভামুখী ছিলো না। পৌরসভার ছিলো ভগ্নদশা। সেখান থেকে ২০০৩ সালে আমাকে দায়িত্ব নিতে হয়েছে। প্রথম প্রথম খুবই অসুবিধা হয়েছে। বিশেষ করে পৌরসভার যে কর্ম পদ্ধতি ছিল, তার প্রায় সবই পরিবর্তন করতে হয়েছে। দীর্ঘদিন প্রশাসক দ্বারা পরিচালিত হওয়ায় কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন যে এটা জনসেবামূলক একটি প্রতিষ্ঠান। এখান থেকে জনগণকে সেবা দিতে হয়। জনগণকে পৌরসভামুখী করতে প্রতিদিনই আমাকে তাদের কাছে ছুটতে হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ একজন নারী হিসেবে পৌরসভার মেয়র পদে কাজ করতে কোনও অসুবিধা বা অসহযোগীতার মুখে পড়তে হয়েছে কিনা?

উত্তরঃ নারায়ণগঞ্জ আমার জন্ম শহর। শহরটা আমার চেনা। এছাড়া আমি নিজেকে আর দশজন নারীর মতো ভাবিনি। ফলে নারী হিসেবে আমার খুব একটা অসুবিধা হয়নি। যে কোনও কাজই অন্য দশজন পুরুষের মতো তাদের পাশে থেকে করেছি। আমার ভেতরে এই স্পৃহাটা ছিল যে, আমি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত। নারী-পুরুষের যৌথ ভোটেই যেহেতু নির্বাচিত হয়েছি, তাই সবসময় চিন্তা করেছি, নারী হিসেবে নয় আমাকে নেতৃত্ব দিতে হবে একজন মানুষ হিসেবে। নেতৃত্ব নেতৃত্বই। এখানে নারী-পুরুষের কোনও ভেদাভেদ নেই। যোগ্যতাই একজন মানুষকে নেতা হিসেবে তৈরী করে। নারী বলে নিজেকে কখনও দুর্বল ভাবিনি।

প্রশ্ন ঃ পৌরসভা পৌরবাসীকে বিভিন্ন ধরণের পরিসেবা দিয়ে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে কোন্ কোন্ সেবাকে আপনি অগ্রাধিকার দিয়ে পৌরসভার কর্মকাণ্ড শুরু করেছিলেন?

উত্তর ঃ বিভিন্ন ধরণের সেবার মধ্যে পৌরসভা প্রধানত চার ধরণের পরিসেবা দিয়ে থাকে যথাঃ অবকাঠামো উন্নয়ন ও মেরামত, সুপেয় পানি সরবরাহ, নগর পরিচ্ছন্নতা এবং সড়ক বাতির ব্যবস্থা করা। কিন্তু জনগণ বেশী আশা করে উন্নত রাস্তা-ঘাট ও জলাবদ্ধতা মুক্ত একটি নগরের। এক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা হচ্ছে অর্থ। আমি প্রথমে আমার জনগণকে যে Massageটি দিয়েছি, তাহলো সেবা নিতে হলে কর দিতে হবে। এতে প্রথমে তারা কিছুটা অনাগ্রহ দেখিয়েছে। তবে কাউন্সিলরদের সঙ্গে নিয়ে আমি তাদের বিষয়টি বুঝাতে সক্ষম হয়েছি। বর্তমানে অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। আমি ২০০২-০৩ অর্থ বছরে যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করি তখন কর আদায়ের হার ছিল মাত্র ২৯%। আজকে ২০০৬-০৭ বা ২০০৭-০৮ অর্থ বছরে এ হার উঠে এসেছে ৮৩% এ। তারপরেও বলবো, নারায়ণগঞ্জের প্রেক্ষাপটে শুধু করের অর্থ দিয়েই সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন ছিলো নারায়ণগঞ্জের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ। এছাড়া আর একটা প্রধান সমস্যা ছিলো শহরের জলাবদ্ধতা। এক্ষেত্রে নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের কথা বিশেষভাবে বলতে হয়। এই প্রকল্প থেকে যে অর্থ পেয়েছি, সে অর্থ দিয়েই মূলত নারায়ণগঞ্জের মূল সমস্যা জলাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের বিষয়ে কিছু বলুন।

উত্তরঃ নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পটি শুরু হওয়াতে আমি মনে করি শুধু নারায়ণগঞ্জবাসী নয়, এই প্রকল্পের আওতাধীন সবগুলো পৌরসভা উপকৃত হয়েছে। UGIIP আমাদের স্বাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দিয়েছে। এটি বাংলাদেশের আর দশটি প্রকল্প থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এই প্রকল্পে সুশাসন প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। যার আওতায় পৌরসভাকে পাঁচটি ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করতে হয়েছে। এরই মাধ্যমে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ নিশ্চিত হয়েছে। উন্নয়নে এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে প্রকল্পটি নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক উন্নয়নেও অবদান রাখছে UGIIP। এছাড়া পৌরসভার উন্নয়নে যেটা সবচেয়ে বেশী জরুরী সেই রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে রেখেছে অবিস্মরণীয় অবদান। কাজে কর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এসেছে এরই কারণে। জনগণ বুঝতে পেরেছে পৌরসেবা পেতে হলে কর দিতে হবে। তাই কর আদায়ের পরিমাণ অভূতপূর্ব হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। কম্পিউটারাইজড ট্যাক্স বিল তৈরী করায় এবং ব্যাংকের মাধ্যমে বিল পরিশোধের ব্যবস্থা করায় জনগণ এটা বুঝতে পেরেছে, তাদের কষ্টার্জিত অর্থ সঠিক খাতে জমা হচ্ছে। ফলে কর প্রদানে অনাগ্রহীগণও বিনা বাক্য ব্যয়ে সময়মতো পৌর কর পরিশোধ করছেন। পৌরসভার সেবা প্রদানের মান ও পরিমাণ আগের যে কোনও সময়ের চেয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর এ কাজ সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র UGIIP এর কল্যাণে।

প্রশ্ন ঃ আপনি যোগদানের আগে দীর্ঘদিন নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার কর্মকাণ্ড প্রশাসকের মাধ্যমে চালানো হয়েছে। বলা হয়ে থাকে এর ফলে পৌরসভা ও পৌরবাসীর মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছিলো- মন্তব্য করুন ।

উত্তরঃ দীর্ঘ আঠারো বছর নারায়ণগঞ্জ পৌরসভায় নির্বাচিত কোনও জনপ্রতিনিধি ছিলেন না। এ সময় প্রশাসক দ্বারা নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে। সে কারণে জনগণ খুব বেশী পৌরসভামুখী হতেন না। এখন পৌরসভায় ৬৫ সদস্যের নগর সমন্বয় কমিটি হয়েছে। এতে সর্বস্থরের জনগণ সদস্য হিসেবে আছেন। প্রতি তিন মাসে আমরা সভা করছি। সভায় সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের মতামত ব্যক্ত করছেন। পৌরসভার কোনও কর্মচারী তাঁদের সঙ্গে যথাযথ আচরণ না করলে অথবা অযথা হয়রানী করলে তা-ও আলোচিত হয়। এতে জনগণের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব কমে গিয়ে তৈরী হয়েছে সেতু বন্ধন।

প্রশ্ন ঃ নারায়ণগঞ্জ পৌর এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র জনগোষ্ঠির জীবনমান উন্নয়নে আপনার পরিকল্পনা কী?

উত্তরঃ নারায়ণগঞ্জ একটি শিল্প ও বন্দর নগরী। বিভিন্ন শিল্প কারখানার পাশাপাশি এখানে গড়ে উঠেছে অনেকগুলো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী। এসব কলকারখানা ও ফ্যাক্টরীর নিম্ন আয়ের মানুষের বসবাসের জন্য তৈরী হয়েছে অনেকগুলো বস্তি। যেখানে প্রচুর লোকের বসবাস। তাদের জন্য কিছু করার চেষ্টা করছি। ইতোমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে দলভুক্ত করে সঞ্চয় ও ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে। স্বল্প পরিসরে মা ও শিশুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এসআইসি/সিডিসি গঠন করে তাদের মাধ্যমে বস্তি এলাকায় ফুটপাথ, ড্রেন, সড়কবাতি, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা ও টিউবওয়েল স্থাপনের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে পৌরসভার জায়গাতেই যেখানে বস্তি গড়ে উঠেছে, সেখানে স্বল্পব্যয়ে গৃহ নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে দরিদ্র মানুষগুলো সাচ্ছন্দে বসবাস করতে পারে।

প্রশ্ন ঃ ২০১০ সালের জুন মাসে UGIIP এর মেয়াদ শেষ হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে সুশাসনের যে ধারা সূচিত হয়েছে, তার ভবিষ্যত কী ?

উত্তরঃ আমার পৌরসভায় UGIIP এর ফলে উন্নয়নে নারীসহ সাধারণ জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিত হয়েছে। রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ন্যূনতম সময়ে জনগণ পৌরসভা থেকে সার্ভিস পাচ্ছেন। কাজে কর্মে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা এসেছে। UGIIP জনগণকে পৌরকর্মকাণ্ডে সরাসরি সম্পৃক্ত করতে সহায়তা করেছে। এই প্রকল্প শেষ হলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস সুশাসনের এই ধারা অব্যহত থাকবে । কারণ জনগণ এখন অনেক সচেতন। তাঁরা জানেন পৌরসভা কী এবং এর দায়িত্ব কী। তাঁরা এ-ও জানেন সেবা পেতে হলে কর দিতে হয়। সুতরাং সুশাসনের যে ধারা চালু হয়েছে, কেউ তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করলে জনগণই এর জবাব দেবে।

প্রশিক্ষণশেষে সনদপত্র বিতরণ করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ সচিব জনাব মোঃ শাহ্ কামাল। এমএসএই/ইউএমএসএউ এর পরিচালক জনাব মুহঃ আজিজুর হক, সিলেট বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব পি, কে, চৌধুরী ও কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ মকবুল হোসেন এসময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রশিক্ষণঃ

পিপিআর ২০০৮ এন্ড কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট ঃ

এমএসইউর আয়োজনে এলজিইডি সদর দপ্তরে গত ১৪-১৬ এবং ২১-২৩ অক্টোবর দুই ব্যাচে পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলদের পিপিআর ২০০৮ এন্ড কন্ট্রাক্ট ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ৫৩টি পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের পরিচালক জনাব মুহাঃ আজিজুল হক। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সিলেট বিভাগ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব পি, কে, চৌধুরী, কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আবদুস সামাদ, ও জনাব মোঃ মকবুল হোসেন। উদ্বোধনী বক্তব্যে জনাব মুহঃ আজিজুল হক বলেন, বিভিন্ন পৌরসভায় কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলীদের "পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮" এবং এর আওতায় ক্রয় সংক্রান্ত বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য এই প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রকৌশলীগণ নিজেরা দক্ষ হবেন এবং মান সম্পন্ন সেবা প্রদান করবেন মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

প্রশিক্ষণ সমাপনী অনুষ্ঠানে স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সচিব জনাব মোঃ শাহ কামাল বলেন, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রকৌশলীদের পিপিআর ২০০৮ এর মধ্যে কী আছে, প্রকিউরমেন্টের ক্ষেত্রে কী করা যাবে, কী করা যাবে না তা পৌর পরিষদের মেয়র, কাউন্সিলর ও সহকারী প্রকৌশলীদের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে। তিনি এলজিইডির কর্মকর্তাদের বর্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার তৈরী করার বিষয়ে জোর দেন। পরে তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ করেন।

কম্পিউটার সফটওয়্যার ঃ

গত ১-৪ ডিসেম্বর ২০০৮ এমএসইউ এর আয়োজনে এলজিইডি সদর দপ্তরে নিউ ভার্সন অফ এ্যাকাউন্টিং ইনফরমেশন সিস্টেম শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এমএসইউর ১০টি অঞ্চলের সহকারী পরিচালক ও পরামর্শকগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

মাননিয়ন্ত্রণ ঃ

নির্মাণকে টেকসই করতে প্রয়োজন মান সম্মত নির্মাণ সামগ্রীর ব্যবহার এবং নির্মাণ পর্যায়ে কাজের গুণগতমান রক্ষা করা। এসব কাজে পৌরসভার প্রকৌশলীগণকে দক্ষ করে গড়ে তুলতে গত ৯-১৩ এবং ২৩-২৭ নভেম্বর ২০০৮ এলজিইডি সদর দপ্তরে দুটি ব্যাচে অনুষ্ঠিত হয় পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলীদের মাননিয়ন্ত্রণের ওপর পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণশেষে প্রশিক্ষনার্থীদের মধ্যে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

আমরা শোকাহত

শাহরিয়ার খান
(মার্চ ১৪, ১৯৬৪-
ডিসেম্বর ২৮, ২০০৮)

এলজিইডি সদর দপ্তরে কর্মরত নির্বাহী প্রকৌশলী (পরিবেশ) জনাব শাহরিয়ার খান গত ২৮ ডিসেম্বর সকাল ৮:০০ টায় ঢাকার এ্যাপোলো হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি ২০০৬ সাল থেকে ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন।

মরহুম শাহরিয়ার খান ১৯৬৪ সালের ১৪ মার্চ নরসিংদী জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৮৮ সালে চট্রগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পুরকৌশলে স্নাতক এবং ২০০৬ সালে নেদারল্যান্ডস থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। কর্মজীবনে সদালাপী, নিষ্ঠাবান, সৎ ও নির্ভীক একজন কর্মকর্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মৃত্যুর পর মরহুমের মরদেহ এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শেষ শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য এলজিইডি সদর দপ্তরে আনা হয়। বাদ জোহর এলজিইডি জামে মসজিদে প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ওই দিন অপরাহ্নে বনানী গোরস্থানে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

আমরা মরহুমের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই।

বিদেশ সফর

● ইউএনডিপি (ইউএন হ্যাবিটেট) এর উদ্যোগে "ওয়ার্ল্ড আরবান ফোরাম"এর ৪র্থ সেশন গত ৩-৬ নভেম্বর চীনের নানজিং এ অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সচিব এ এম এম নসীহুল কামাল, এলজিইডির আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিটের পরিচালক জনাব মুহাঃ আজিজুল হক, এমএসপির প্রকল্প পরিচালক জনাব ইফতেখার আহমেদ, ইউজিআইআইপি-২ এর প্রকল্প পরিচালক জনাব নুরুল্লাহ্, ইউপিপিআরপির প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ, উপ-প্রকল্প পরিচালক সুলতানা নাজনীন আফরোজ এতে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী, কুষ্টিয়া পৌরসভার মেয়র জনাব আনোয়ার আলী এবং ময়মনসিংহ পৌরসভার মেয়র এ্যাডভোকেট মাহমুদ আল নুর তারেক সেশনে যোগ দেন।

● অষ্ট্রেলিয়ার ব্রীজবেন ও সিডনীতে ১-১২ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয় "আরবান ড্রেনেজ এন্ড সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স। স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম-সচিব জনাব মিজানুর রহমান, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের উপ-সচিব জনাব মোঃ আবু সাইদ ফকির, এলজিইডির তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (নগর ব্যবস্থাপনা) জনাব মোঃ নাজমুল হাসান, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (প্রশিক্ষণ ও মাননিয়ন্ত্রন) জনাব আবু তাহের খান, STIFPP-2 ও UGIIP এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন, উপ-প্রকল্প পরিচালক হাসান কবির খসরু, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ আশরাফুল হক এবং সুনামগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, কুষ্টিয়া ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌরসভার নির্বাহী প্রকৌশলীগণ এতে অংশগ্রহণ করেন।

● "সলিড ওয়েষ্ট ম্যানেজমেন্ট" শীর্ষক কনফারেন্স গত ২৭ অক্টোবর থেকে ৪ নভেম্বর মালয়েশিয়ার ইপো ও কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ মমিনুল হক, উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন, এসটিআইএফপিপি এর উপ-প্রকল্প পরিচালক জনাব ফারুক নুরুর রশীদসহ জামালপুর, গাইবান্ধা, ময়মনসিংহ ও মানিকগঞ্জ পৌরসভার সহকারী প্রকৌশলীগণ কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করেন।

● এশীয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের "মেইন ইস্ট্রিমিং জেন্ডার ইকুয়ালিটি ইন ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্টস" শীর্ষক দুদিনের কর্মশালা গত ১০ নভেম্বর এডিবি সদর দপ্তর ম্যানিলায় অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় সরকার বিভাগের পরিচালক গনেশ চন্দ্র সরকার, ঢাকা ওয়াসার প্রকল্প পরিচালক মোঃ আবুল কাসেম, ইউজিআইআইপির উপ প্রকল্প পরিচালক মোঃ আহসান হাবিব এবং এমএসপির উপ প্রকল্প পরিচালক মঞ্জুর কাদের চৌধুরী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার মেয়র এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান জনতার মুখোমুখি অনুষ্ঠানে পৌরবাসীর বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

জনতার মুখোমুখি মুন্সীগঞ্জ পৌর মেয়র

পৌরবাসীর মুখোমুখি হয়ে নাগরিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিলেন মুন্সীগঞ্জ পৌর মেয়র এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান। সম্প্রতি জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে "জনতার মুখোমুখি মুন্সীগঞ্জ পৌর মেয়র" শীর্ষক অনুষ্ঠানে তিনি পৌরবাসীর মুখোমুখি হন। মুন্সীগঞ্জ পৌরসভা এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট মাঝারি শহর সমন্বিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প (২য় খন্ড) এর আওতায় মুন্সীগঞ্জ পৌরসভায় সুশাসন প্রতিষ্ঠার অংশ হিসেবে UGIAP কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এর ছয়টি ক্ষেত্রের মধ্যে অন্যতম ক্ষেত্র হচ্ছে নাগরিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা। এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আয়োজন করা হয় এ ধরনের ব্যতিক্রমী একটি অনুষ্ঠানের। পৌরসভার জনগণ সরাসরি তাদের সমস্যার কথা তুলে ধরলেন পৌর মেয়রের কাছে। তারা পৌর পরিসেবার মান এবং বাজেটের কোন খাতে কী পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে সে বিষয়ে প্রশ্ন করেন। বেদে সরদার বাচচু মাতুব্বর বলেন, মুন্সীগঞ্জ পৌর এলাকার ৭ নং ওয়ার্ডের চরকিশোরগঞ্জ সংলগ্ন ধলেশ্বরীর শাখা নদীতে দীর্ঘ ৮০ বছর ধরে বেদে সম্প্রদায় বসবাস করে আসছে। নদীটি দিনে দিনে শুকিয়ে যাওয়ায় ক্রমেই তা বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ছে। তিনি মেয়রকে ডাঙায় তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করার অনুরোধ জানান। মেয়র জানান, ইতিমধ্যে STIFPP-2 এর আওতায় বেদে পল্লীতে সিডিসি গঠন এবং তাদের আর্থসামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। তিনি জানান, STIFPP-2 এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেনের সঙ্গে এ বিষয়ে আলাপ হয়েছে। শীঘ্রই জেলা প্রশাসকের সঙ্গে আলোচনা করে বেদে সম্প্রদায়ের বসবাসের জন্য একটা ব্যবস্থা করা হবে।

অনুষ্ঠানে মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের সঙ্গে আরও যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন, টিএলসিসি সদস্য অভিজিত দাস ববি, সাব্বির হোসেন, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার জনাব শাহজাহান সিকদার, দৈনিক জনকণ্ঠের ষ্টাফ রিপোর্টার মীর নাসির উদ্দিন উজ্জল, ভোক্তা অধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক দেলোয়ার হোসেন, পল্লী চিকিৎসা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ডাঃ মাহবুবুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মুন্সীগঞ্জ পৌরসভার উন্নয়ন ও সেবা কর্মকাণ্ড পরিচালনার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মেয়র তাঁর বক্তব্যে বলেন, এলজিইডির সর্বাত্মক সহযোগিতা পাওয়া গেলে পৌরবাসীদের সহায়তায় তিনি এই পৌরসভাকে মডেল পৌরসভায় রূপান্তর করবেন।

মানিকগঞ্জ পৌরসভায় সচেতনতা বৃদ্ধিতে র‍্যালী অনুষ্ঠিত

নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (UGIAP) বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে পৌরবাসীর অংশগ্রহণ এবং পৌরবাসীদের মধ্যে নগর সুশাসন, নারী-পুরুষ সম্পর্ক উন্নয়ন, স্যানিটেশন, নিরাপদ পানিপান, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, পরিস্কার-পরিছন্নতা, পরিবেশ উন্নয়ন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং নিয়মিত কর প্রদান বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মানিকগঞ্জ পৌরসভা গত ২১ ডিসেম্বর এক বর্ণাঢ্য র‍্যালীর আয়োজন করে। র‍্যালীর উদ্বোধন করেন UGIIP এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন। পৌর মেয়র, কাউন্সিলর, পৌরকর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ছাড়াও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী এবং পৌরসভার সর্বস্তরের জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন।

মানিকগঞ্জ পৌর এলাকা প্রদক্ষিণশেষে সমবেত জনসাধারণকে UGIIP এর বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করেন পৌর মেয়র জনাব মোঃ রমজান আলী। তিনি মানিকগঞ্জ পৌরসভার উন্নয়নে UGIIP এর অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। সমাপনী বক্তব্যে প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেন।

ফিন্যানসিয়াল এন্ড অপারেশনাল এ্যাকশন প্ল্যান শীর্ষক ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত

এমএসইউর আয়োজনে এলজিইডি সদর দপ্তরে গত ২৯ নভেম্বর এমএসইউর ১০টি অঞ্চলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, উপ-পরিচালক, নির্বাহী প্রকৌশলী (ট্রেনিং) ও সহকারী পরিচালকদের জন্য ফিন্যানসিয়াল এন্ড অপারেশনাল এ্যাকশন প্ল্যান শীর্ষক দুই দিনের ওরিয়েন্টেশন সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার উদ্বোধন করেন মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের পরিচালক জনাব মুহাঃ আজিজুল হক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিটের উপ-পরিচালক জনাব মোঃ আবদুস সামাদ এবং উপ-পরিচালক জনাব মোঃ মকবুল হোসেন।

ইউপিপিআরপির সহায়তায় ময়মনসিংহে চক্ষু শিবিরের আয়োজন

ইউএনডিপি ও বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ প্রকল্পের আওতায় ময়মনসিংহ পৌরসভার বিভিন্ন কমিউনিটির দরিদ্র জনগোষ্ঠি বিশেষ করে বয়োজ্যেষ্ঠ, যারা চোখের সমস্যায় ভুগছেন অথবা অন্ধত্বের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন, তাদের চক্ষু শিবিরের আওতায় আনা হয়েছে। চক্ষু শিবিরের উদ্বোধন করেন ময়মনসিংহ পৌরসভার মেয়র এ্যাডভোকেট মাহমুদ আল নুর তারেক। এসময় প্রকল্পের টাউন ম্যানেজার জনাব মোঃ রেজাউর রহিম উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে গত ১৯ নভেম্বর ময়মনসিংহ পৌরসভায় বাংলাদেশ ন্যাশনাল সোসাইটি ফর দ্য ব্লাইন্ড (বিএনএসবি) এর চিকিৎসকদের সহায়তায় প্রায় ৬০০ রোগীকে বিনামূল্যে পরামর্শ ও চিকিৎসা সেবা দেয়ার জন্য মনোনীত করা হয়। এর মধ্যে ১৭৫ জনকে ছানি বা নেত্রনালী অপারেশনের জন্য বাছাই করা হয়। পরবর্তীতে বাছাইকৃত রোগীদের বিএনএসবিতে প্রকল্পের আর্থ সামাজিক উন্নয়ন তহবিলের (এসইএফ) সহায়তায় অপারেশন করানো হবে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গত দুই বছরে প্রায় ১২০০ রোগীকে বিনামূল্যে প্রাথমিক চক্ষু সেবা দেয়া হয়েছে এবং ১৪০ জন রোগীর সাফল্যজনক ভাবে চোখের ছানি অপারেশন করা হয়েছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ময়মনসিংহ পৌর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির বিশাল একটি অংশকে অন্ধত্বের হাত থেকে বাঁচানো সম্ভব হবে। উৎসবমুখর পরিবেশে দিনব্যাপী চক্ষু শিবির অনুষ্ঠানে পৌর প্রশাসন ছাড়াও প্রকল্পের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ আগত রোগীদের সহায়তা করেন।

নতুন প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বিদায়ী প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলামকে এলজিইডির পক্ষ থেকে এলজিইডির স্মারক উপহার দেন। পাশে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোহাম্মদ লোকমান হাকিম ও জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক।

অবসর প্রস্তুতি ছুটিতে গেলেন এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে সফল ভাবে দায়িত্ব পালনশেষে গত ২৮ ডিসেম্বর জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম সমাপ্ত করেন তার বর্ণাঢ্য চাকরি জীবন। জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম ১৯৫১ সালের ৩০ ডিসেম্বর পটুয়াখালী জেলার বাউফল উপজেলার কাচিপাড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭৮ সালের ২৬ অক্টোবর পল্লী পূর্ত কর্মসূচির আওতায় নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন যা পরবর্তীতে এলজিইডিতে রূপান্তরিত হয়। ১৯৯১ সাল থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত তিনি এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন এবং ২০০২ সালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে পদন্নতিপ্রাপ্ত হন। এরপর তিনি অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালনশেষে ২৭ আগষ্ট ২০০৮ তারিখে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন।

কর্মদিবসের শেষ দিন এলজিইডি মিলনায়তনে এলজিইডির সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আয়োজনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিদায়ী প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম বলেন, এলজিইডি যে সুখ্যাতি অর্জন করেছে তা অব্যহত রাখতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন সততা, সম্পৃতি ও পারস্পারিক শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে কাজ করা। প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য তিনি সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হলো ইউপিপিআরপির কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা

নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প আয়োজিত দুই দিনব্যাপী কর্মপরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা গত ১০ অক্টোবর চট্টগ্রামের একটি হোটেলে অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার উদ্বোধন করেন ইউএনডিপি কান্ট্রি ডিরেক্টর স্টিফান প্রিজনার। এসময় উপস্থিত ছিলেন ইউপিপিআরপির প্রকল্প পরিচালক জনাব আলী আহমেদ, রিভিউ টিমের ক্রিস কসগ্রোভ, নাদিয়া গুডম্যান, শাহনিলা আজহার, ইউএনডিপির আরবান এক্সপার্ট জনাব আশিকুর রহমান ও প্রকল্প ব্যবস্থপক মাইকেল স্লিংসবি। কর্মশালায় ১১টি শহরের ক্লাষ্টার সিডিসির নেতৃবৃন্দ এবং টাউন ম্যানেজারগণ অংশগ্রহণ করেন।

নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা পরিদর্শন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে জনাব রফিকুল ইসলাম বলেন, আমরা প্রকল্পের তৃতীয় পর্যায়ে চলে এসেছি। একদিন তা-ও শেষ হয়ে যাবে, তবে টিএলসিসির কর্মকাণ্ড অব্যহত রাখতে হবে। তিনি বলেন, ক্লাষ্টার সিটি এপ্রোচে বৃহত্তর ঢাকাকে গড়ে তোলার কথা ভাবা হচ্ছে। যদি তাই হয়, তবে এই পৌরসভার নাগরিক সুবিধা আরও বৃদ্ধি পাবে। প্রকল্পের মাধ্যমে পৌরবাসী আত্মবিশ্বাসী হয়েছেন, যা প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন তাঁর বক্তব্যে বলেন, উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীসহ পৌরবাসীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হওয়ায় নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা আজকের এ অবস্থানে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছে। নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার উন্নয়নের এ ধারা অব্যহত থাকবে মর্মে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন ।

প্রধান অতিথির বক্তবে জনাব নুরুল হুদা বলেন, প্রকল্প শুরুর আগে এই পৌরসভার যে চিত্র ছিল বর্তমানে তা অনেক বদলে গেছে। বর্তমানে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভায় যে রেভিনিউ আদায় হয় তা দিয়ে নিজেরাই নিজেদের উন্নয়ন করতে পারেন। পৌরসভাকে নিজের পায়ে দাঁড় করানোই ছিল এই প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য। নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার ক্ষেত্রে বলা যায় প্রকল্পের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এখন আসল চ্যালেঞ্জ এই উন্নতিকে ধরে রাখা। তিনি বলেন, পৌরসভার কর্মকাণ্ডে পৌরবাসীর সক্রিয় অংশগ্রহণের কারণেই এ সাফল্য অর্জন সম্ভব হয়েছে, যা অন্যান্য পৌরসভার জন্য অনুকরণীয়।

সভাপতির বক্তৃতায় মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী বলেন, মাত্র ৯ লাখ টাকা নিয়ে এই পৌরসভার দায়িত্বভার গ্রহণ করি। নির্বাচিত হয়ে আসার পর পৌরবাসীর মুখে শুনেছি, "আপনাকে ভোট দিয়ে ভুল করেছি, আমাদের পৌরসভার কোনও উন্নয়ন হচ্ছে না"। আমি তখন তাদের বলেছি, আমাকে ছ-মাস সময় দিন আর আমার কাজে সহায়তা করুন। তখন যদি কোনও কাজ দেখতে না পারি আপনাতেই ক্ষমতা ছেড়ে চলে যাবো। তিনি বলেন, নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা যদি UGIIP ভুক্ত না হতো তাহলে আমাকে সত্যিই ক্ষমতা ছেড়ে চলে যেতে হতো। UGIIP এর মাধ্যমে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভার অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। যে কোনও কিছুর বিনিময়ে উন্নয়নের এই ধারা অব্যহত রাখা হবে।

এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান বিভিন্ন সেমিনার, কনফারেন্স, ও লোন নেগোসিয়েশন মিটিং-এ যোগ দেন। এসময় তিনি অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়া, শ্রীলংকা, ভিয়েতনাম, তানজানিয়া, পাকিস্তান, ইতালী, যুক্তরাষ্ট্র, নেপাল, নিউজিল্যান্ড, ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা, গ্রীস, যুক্তরাজ্য, সুইডেন, জার্মানী, ফ্রান্স, ডেনমার্ক ও ইন্দোনেশিয়া সফর করেন।

জনাব মোঃ নাজমুল হাসান এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব গ্রহণ

জনাব মোঃ নাজমুল হাসান গত ২৮ ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর (নগর ব্যবস্থাপনা) দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। জনাব হাসান ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭৭ সালে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডিতে যোগদান করেন।

জনাব মুহঃ আজিজুল হক এর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর দায়িত্ব গ্রহণ

জনাব মুহঃ আজিজুল হক গত ৪ ডিসেম্বর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর (নগর ব্যবস্থাপনা) দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

জনাব হক ১লা এপ্রিল ১৯৭৮ সালে সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডিতে যোগদান করেন।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার উন্নয়ন

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

মূল্যবান মতামত প্রদান করেন। তারা শহরে একটি বিনোদনমূলক আধুনিক শিশুপার্ক স্থাপনের দাবী জানান। পৌর মেয়র তাঁর বক্তব্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ, পৌরকর আদায়ে সাফল্য, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ এবং অংশগ্রহণমূলক, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সঙ্গে পৌর প্রশাসন পরিচালনায় UGIIP এর অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ মিজানুর রহমান বলেন, পৌরসভা উন্নয়নের মূল শক্তি হচ্ছে পৌরবাসী। শুধু অবকাঠামো উন্নয়নই একটি পৌরসভার উন্নতির মাপকাঠি নয়। অবকাঠামোগুলোকে টিকিয়ে রাখার জন্য দক্ষতা অর্জন করতে হবে। দক্ষতা অর্জিত না হলে কোনও কিছু রক্ষা করা যায় না এবং পৌর সেবা নিশ্চিত হয় না। তিনি নাগরিক প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, পৌরকর প্রদানের মাধ্যমে পৌরসভার উন্নয়নে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে হবে। তিনি পৌর কর আদায় বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য টিএলসিসি সদস্যদের অনুরোধ জানান।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার কেন্দ্রীয় ট্রাক টার্মিনাল উদ্বোধন করেন স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান। এসময় উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ সচিব (পৌর) জনাব শাহ কামাল, সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব আহসানুল হক, জনাব দেলোয়ার হোসেন, প্রকল্প পরিচালক এস কে আমজাদ হোসেন ও পৌর মেয়র অধ্যাপক আতাউর রহমান।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা

স্থানীয় সরকার বিভাগের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান গত ৩০ অক্টোবর চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা পরিদর্শন করেন। স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সচিব (পৌর) জনাব মোঃ শাহ্ কামাল, সিনিয়র সহকারী সচিব জনাব আহসানুল হক ও জনাব দেলোয়ার হোসেন এবং UGIIP এর প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন এসময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন।

পৌর মেয়র অধ্যাপক আতাউর রহমান অতিথিবৃন্দকে পৌরসভার সামগ্রীক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপরে যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) মোঃ মিজানুর রহমান নবনির্মিত ট্রাক টার্মিনালের উদ্বোধন করেন। পৌর এলাকার দ্বারিয়াপুরে রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জ মহাসড়কের পাশে ৩.১৫ একর জমির ওপর নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় এই টার্মিনাল নির্মাণে ব্যয় হয়েছে ১ কোটি ৩৭ লাখ ৭১ হাজার টাকা। পৌরসভার মেয়র অধ্যাপক আতাউর রহমান উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

টার্মিনাল উদ্বোধনশেষে ঢাকা থেকে আগত অতিথিবৃন্দ নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের আওতায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌর এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠির দারিদ্রহ্রাসকরণ ও বস্তি উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যবেক্ষণ করেন। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) জনাব মোঃ মিজানুর রহমান দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের তৈরী আয় বর্ধক বিভিন্ন সামগ্রী দেখে তাদের জন্য একটি বিপণী কেন্দ্র স্থাপনের পরামর্শ দেন। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে ২৪ জন স্বাস্থ্যকর্মীর জন্য উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি স্যাটেলাইট স্কুল কর্মকাণ্ডের খোঁজ-খবর নেন এবং প্রকল্পের আবর্তক তহবিল থেকে ১০ জন উপকারভোগীর মাঝে ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ করেন।

অপরাহ্নে পৌর মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত নগর সমন্বয় কমিটির সভায় (টিএলসিসি) যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ মিজানুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেন। সভায় টিএলসিসির সদস্যবৃন্দ চাঁপাইনবাবগঞ্জ শহরের সার্বিক উন্নয়নকল্পে তাদের (এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়)

জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান এর এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ

জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান গত ২৮ ডিসেম্বর অপরাহ্নে এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। প্রধান প্রকৌশলী জনাব মোঃ নুরুল ইসলাম চাকুরির শেষ কর্মদিবসে এ দায়িত্বভার হস্তান্তর করেন। জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান কুমিল্লা জেলার চৌদ্দগ্রাম উপজেলার যশপুর গ্রামে ১৯৫৩ সালের ১২ ডিসেম্বর জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ১৯৭৭ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংএ স্নাতক ডিগ্রী অর্জন করেন। পরবর্তীতে ১৯৮৭ সালে যুক্তরাজ্যের সাদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন।

জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান ১৯৮২ সালে নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে এলজিইডিতে যোগদান করেন। তিনি ১৯৯৩ সাল থেকে ২০০২ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত এলজিইডির বিভিন্ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। ২০০২ সালে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী হিসেবে এবং ২০০৮এর ১ জানুয়ারী অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে পদোন্নতি প্রাপ্ত হন।

জনাব মোঃ ওয়াহিদুর রহমান তৃতীয় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প এর প্রকল্প পরিচালক থাকাকালীন ২০০১, ২০০২ ও ২০০৩ সালে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের পারফরমেন্স রিকগনিশন এ্যাওয়ার্ড পুরস্কারে ভূষিত হন। এছাড়া তিনি ইমারজেন্সি ফ্লাড ড্যামেজ রিহাবিলেটেশন প্রকল্প এর প্রকল্প সমন্বয়কারী হিসেবে প্রকল্প বাস্তবায়নে অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়ে ২০০৫ সালে এডিবির পুরস্কার লাভ করেন। (এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়)

এডিবির ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টরের নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা পরিদর্শন

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নুরুল হুদা গত ২৫ অক্টোবর নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা পরিদর্শন করেন। এসময় নগর পরিচালন অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন এবং এডিবি বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব মোঃ রফিকুল ইসলামসহ UGIIP এর অন্যান্য কর্মকর্তা ও পরামর্শকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এসময় পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে নির্মাণাধীন তিনতলা বিশিষ্ট পৌর দিগু বাবুর বাজারের (কাঁচা বাজার) নির্মাণ কাজ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়। পৌর মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভী জানান, এই ভবনটি নির্মাণে ব্যয় হবে ৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা। তিনি আরও জানান, এর আগে পৌরসভার নিজস্ব অর্থায়নে একটি মার্কেটের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে এবং ১০ তলা বিশিষ্ট একটি মার্কেটের কাজ চলছে। পৌরসভার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি করে নিজস্ব অর্থে অবকাঠামো নির্মাণ করার যোগ্যতা দেখে ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নুরুল হুদা সন্তোষ প্রকাশ করেন।

এরপর পৌর মেয়র ডাঃ সেলিনা হায়াৎ আইভীর সভাপতিত্বে নারায়ণগঞ্জ পৌরসভায় নগর সমন্বয় কমিটির (টিএলসিসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় টিএলসিসির কয়েকজন সদস্য বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, জাতীয় অর্থনীতিতে নারায়ণগঞ্জ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে, অথচ স্বাধীনতার পর থেকে সে তুলনায় উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়নি। UGIIP এর কল্যাণে পৌর এলাকার যে উন্নতি হয়েছে তা চোখে পড়ার মতো। এই উন্নয়ন অব্যহত ও দীর্ঘস্থায়ী করার ব্যাপারে পৌর পরিষদকে সহায়তা প্রদানের বিষয়ে তারা দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তারা এডিবি প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, আমাদের বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিন, আমরা বাংলাদেশের অর্থনীতিতে, ক্রীড়া ক্ষেত্রে, সংস্কৃতিতে অবদান রাখা নিশ্চিত করবো। (এরপর ৭ম পৃষ্ঠায়)

নারায়ণগঞ্জ পৌরসভায় অনুষ্ঠিত টিএলসিসি সভায় উপস্থিত ছিলেন এডিবির বাংলাদেশ আবাসিক মিশনের ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর জনাব নুরুল হুদা, এডিবির প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা জনাব রফিকুল ইসলাম ও প্রকল্প পরিচালক জনাব এস কে আমজাদ হোসেন।

সম্পাদক : মুহঃ আজিজুল হক, পরিচালক UMSU, আরডিইসি (লেভেল-৭), এলজিইডি, আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৮১২৩৭৬০
সম্পাদক কর্তৃক UMSU'র পক্ষ থেকে প্রকাশিত।